প্রথম আলো

তারিখ ...1-2-MAR 2012...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

সহযোগী অধ্যাপকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতিতে ১০ শতাংশ কোটায় নিয়োগ পাওয়া সহযোগী অধ্যাপকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। তাঁরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাঁদের বাদ দিয়ে পদোন্নতির উদ্যোগ নিয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় বলছে, এই অভিযোগ সঠিক নয়।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ জন্য বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সভাও হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের অভিযোগ, জ্যেষ্ঠতা নিয়ে তাঁদের কয়েকজন আদালতে রিট আবেদন করলে আদালত এ বিষয়ে রুল জারি করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে ১০ শতাংশ কোটায় নিয়োগ পাওয়া সবার পদোন্নতি স্থগিত রেখে বাকিদের পদোন্নতি দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাঁরা বলছেন, যাঁরা রিট আবেদন করেছেন, তাঁদের পদোন্নতি স্থগিত রাখা যেতে পারে। কিন্তু বাকিদের পদোন্নতি আটকে দেওয়া অন্যায় এবং অযৌক্তিক।

ভুক্তভোগী একজন সহযোগী অধ্যাপক *প্রথম আলোকে* বলেন, কোনো পঞ্জিকা বর্ষে ১০ শতাংশ কোটায় কোনো শিক্ষক সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে তিনি ওই পঞ্জিকা বছরের স্বাভাবিক পদোন্নতিপ্রাপ্ত নিজ বিভাগের শিক্ষকের কনিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তবে পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের স্বাভাবিক পদোন্নতিপ্রাপ্ত স্ব-বিভাগের শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হন। এত দিন এ নিয়মই মেনে আসা হচ্ছে। কিন্তু এবার নিয়ম ভঙ্গ করে তাঁদের পদোন্নতির বাইরে রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা উচ্চতর ডিগ্রি (পিএইচডি/এমফিল) নিয়ে ১০ শতাংশ কোটায় নিয়োগ পাই। বিষয়টি বিবেচনার জন্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানাই।'

শিক্ষা ক্যাডারে ১০ ভাগ কোটা

ভুক্তভোগী কয়েকজন শিক্ষক বলেন, এই উদ্যোগের পর তাঁদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। তাঁরা চান সবার সঙ্গে তাঁদেরও পদোন্নতি দেওয়া হোক।

এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কাউকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। অনেকে না জেনেই অভিযোগ করছেন। বরং আমরা শিক্ষা ক্যাডারের দীর্ঘদিনের সমস্যার জট খোলার চেষ্টা করছি।'